অর্থ বনাম আবেগ

গাজীপুর ২ উপনির্বাচন

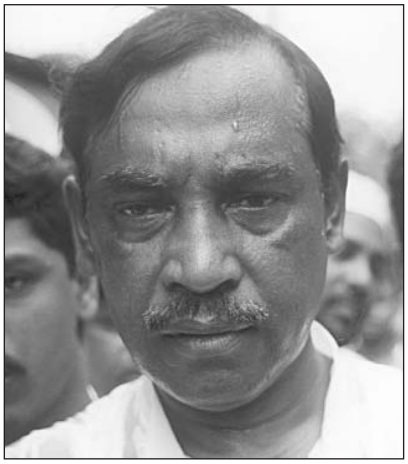

wi‡cvU Rqš AvPvh

স্পট : ১

গাজীপুর কোনাবাড়ি থেকে তিন কিলোমিটার ভেতরে কাশেমপুর। কাশেমপুর থেকে ট্রলারে করে গাজীপুর-২ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জাহিদ আহসান রাসেলের সঙ্গে আমরা রওনা হলাম ধনঞ্জয়পুর গ্রামের দিকে। ট্রলারের দু'ধারে অথৈ পানি। বন্যার পানিতে বাড়িগুলো প্রায় ডুবে যাবার উপক্রম। ট্রলারের সামনে দাঁড়ানো নিহত ত্যাগী নেতা আহসান উল্লাহ মাস্টারের ছেলে জাহিদ আহসান রাসেল। তাকে এক পলক দেখার জন্য বাড়ির নারী-পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে ভিড় জমিয়েছে। করতালি দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। স্লোগান তুলছে জয় বাংলা, জয় নৌকা। সর্বত্র উচ্ছ্বসিত ভাব।

D"QwmZ RbZv i‡f"Qv Rvbv‡"Qb

আরিচপুর এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে অধ্যাপক এম এ মান্নান

স্পষ্ট ২ :

টঙ্গীর আরিচপুর মসজিদ রোড। দুপুর ১২টায় এলাকায় গণসংযোগে এসেছেন চারদলীয় জোট প্রার্থী অধ্যাপক এম.এ মান্নান। তার সঙ্গে টঙ্গীর ছাত্রদল, যুবদলের জোট সমর্থক নেতা কর্মীরা। ১০-১৫ জন পুলিশ। অধ্যাপক এম.এ মান্নান সর্বস্তরের লোকের সঙ্গে হাত মিলাচ্ছেন। জড়িয়ে ধরছেন ভোট চাইছেন। ২০-২৫ কদম এগিয়ে পথসভা করছেন। বলছেন, 'আবেগের বশে নয়, উন্নয়নের স্বার্থে ধানের শীষে ভোট দিন'।

এ চিত্র দুটো গত ২৩ জুলাইয়ের। গাজীপুর-২ আসনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পুরো গাজীপুরে বইছে নির্বাচনী হাওয়া। ঢাকা-১০ আসনের পর দেশবাসীর এখন দৃষ্টি গাজীপুর-২ আসনের উপনির্বাচনের দিকে। ক্ষমতাসীন জোট প্রার্থী ভোট পাওয়ার কৌশল হিসেবে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আওয়ামী লীগ প্রার্থী জাহিদ আহসান রাসেলের অন্যতম ভরসা তার নিহত পিতা আহসান উল্লাহ মাস্টারের সংগ্রামী জীবনের স্মৃতি। তার প্রতি মানুষের ভালোবাসা।

তবে নির্বাচনের আচরণ বিধি লঙ্ঘনের জন্য দুই প্রার্থীকে নির্বাচন পর্যবেক্ষকেরা দায়ী করছেন। জানা গেছে, জয়ের জন্য জোট প্রার্থী অঢেল টাকা ঢালছেন। গাজীপুরের সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে জোট প্রার্থীর পক্ষে প্রচার চালানোর অভিযোগ উঠেছে। আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে রয়েছে নির্বাচনী আচরণ ভঙ্গ করে বিভিন্ন মোড়ে নির্বাচনী ক্যাম্প তৈরির অভিযোগ। রাস্তা বন্ধ করে জনসভা করা। মূলত জাহিদ আহসান রাসেল আহসান উল্লাহ মাস্টার নিহত হওয়ায় গাজীপুরে যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়েছে তা কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চান। কার্যত গাজীপুর নির্বাচনটি অর্থ বনাম আবেগের নির্বাচনে পরিণত হয়েছে।

আগামী ১ আগস্ট গাজীপুরের আলোচিত এ আসনটির নির্বাচন। আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন শ্রমিক লীগের কার্যকরী সভাপতি আহসান উল্লাহ মাস্টার নির্মমভাবে নিহত হবার পর এ আসনটি শূন্য হয়। টঙ্গী জ্বলে ওঠে।

অভিযোগ ওঠে জোট সমর্থক একটি মহল আহসান উল্লাহ মাস্টারকে হত্যা করেছে। র‍্যাপিড অ্যাকশন টিমের হেফাজতে থাকা অবস্থায় এ হত্যা মামলার সাক্ষী সুমন নিহত হবার পর এখন গাজীপুর-টঙ্গীতে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। পহেলা আগস্টের নির্বাচনের দিন চাপা উত্তেজনা থাকবে বলে জানা গেছে। নির্বাচনী এলাকায় ১৯৫টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ১৭৫টিই ঝুঁকিপূর্ণ বলে সূত্র জানিয়েছে।

ডেড লাইন : ২৩ জুলাই

ঢাকা থেকে ভলভোতে চড়ে টঙ্গী। রিকশায় টঙ্গী ব্রিজ পার হতেই চোখে পড়লো বড় একটি ব্যানার। ব্যানারে জোট প্রার্থী অধ্যাপক এম.এ মান্নানের জন্য ভোট আহ্বান করা হচ্ছে। একটু সামনে যেতেই বর্ণাঢ্যভাবে একটি কাগজের নৌকাকে সাজানো হয়েছে। কার্যত গাজীপুর, টঙ্গী এখন ব্যানার, পোস্টারে সয়লাব। সর্বত্র নির্বাচনী আমেজ। ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়েই মোবাইলে যোগাযোগ করি টঙ্গী পৌরসভার চেয়ারম্যান আজমত উল্লাহ খানের সাথে। ভাঙা গলায় তিনি জানালেন, টঙ্গী আওয়ামী লীগ অফিসে তিনি আছেন। একটি ছোট ঘরের ভেতর টঙ্গী আওয়ামী লীগ অফিস। পৌর চেয়ারম্যান আজমত উল্লাহ খান, টঙ্গী থানার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রজব আলীসহ ৩০-৩৫ জন অফিসে বসে আছেন। তারা অপেক্ষা করছেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য জিল্লুর রহমান, আব্দুর রাজ্জাকের জন্য। বেলা ১১টার দিকে আব্দুর রাজ্জাক এলেন। তার কিছু সময় পর এলেন জিল্লুর রহমান। নির্বাচন প্রসঙ্গে আব্দুর রাজ্জাক ২০০০কে বলেন, 'সরকার এ আসনটি পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আহসান উল্লাহ মাস্টারের প্রথম সাক্ষীকে হত্যা করা হয়েছে। তার হত্যাকারীকে বাঁচানোর জন্য সর্বত্র চেষ্টা চলছে। জনগণের উচিত এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে জয়যুক্ত করে বিচারের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। তার বিচারের জন্যই আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে জয়ী করতে হবে।'

বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে স্থানীয়, কেন্দ্রীয় নেতারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়েন। এ সময় নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন শ্রমিক লীগ নীলফামারী-১ আসনের সংসদ সদস্য ড. হামিদা বানু শোভা, সাবেক সংসদ সদস্য সেগুফতা ইয়াসমিন এমিলি, মেহের আফরোজ চুমকী, কেন্দ্রীয় নেতা হাবিবুর রহমান সিরাজ।

গাজীপুর-২ আসনের নির্বাচন প্রসঙ্গে ড. হামিদা বানু শোভা ২০০০ কে বলেন, 'এ নির্বাচন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জনগণকে ন্যায়ের প্রতীক আহসান উল্লাহ মাস্টারের সন্তান রাসেলকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করা উচিত। নির্বাচনে সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণকে সোচ্চার থাকতে হবে।'

আহসান উল্লাহ মাস্টার ছিলেন শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সভাপতি। এ কারণে শ্রমিক লীগ নির্বাচনকে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে। এদিন

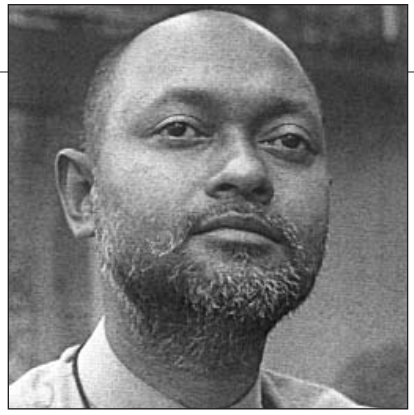

নির্বাচনে দুই প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। জোট প্রার্থীর সমর্থনে সরকারি কর্মকর্তারাও প্রচারে নেমেছেন। এটা খুবই দুঃখজনক। তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। তিনি টাকাও উড়াচ্ছেন প্রচুর। ভূরি ভূরি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। অপরদিকে আওয়ামী লীগ প্রার্থীও বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনী ক্যাম্প করেছেন

অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ

চেয়ারম্যান, জানিপপ

সকালে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রায় রমেশ চন্দ্র। তিনি ২০০০কে বলেন, 'এ নির্বাচন সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতীকি নির্বাচন। শত শত কলকারখানা বন্ধ করার বিরুদ্ধে নির্বাচন। শ্রমিক লীগ এ নির্বাচনের মাধ্যমে আহসান উল্লাহ মাস্টারের সংগ্রামী জীবনের বিজয়কে ছিনিয়ে আনতে চায়। চায় শ্রমিকের স্বার্থ সমন্বিত রাখতে।'

আওয়ামী লীগ অফিস থেকে বের হয়ে এসে মোবাইলে যোগাযোগ করি জোট প্রার্থী অধ্যাপক এম.এ মান্নানকে। মোবাইলে তিনি বিনীতভাবে জানালেন, টঙ্গীর আরিচপুরে গণসংযোগ করছেন। এখানে চলে আসতে। টঙ্গীর আরিচপুরের দৈন্যদশা। রাস্তাঘাট ভাঙা। ভাঙা রাস্তায় পানি জমে রয়েছে। এই ভাঙা রাস্তায় পায়ে হেঁটে সামনে চললেন এম.এ মান্নান। তিনি প্রতিটি লোকের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন। জড়িয়ে ধরছেন। তার প্রতীক ধানের শীষে ভোট প্রার্থনা করছেন। ২০-২৫ কদম গিয়ে তিনি নির্বাচনী পথসভা করছেন। হ্যান্ড মাইকে বক্তব্য রাখছেন। তিনি বলেন, 'গত পাঁচ বছর ও বর্তমান আড়াই বছর এলাকার কোনো উন্নতি হয়নি। গাজীপুর-টঙ্গীর রাস্তাঘাট ভাঙা, স্যুয়ারেজ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। টঙ্গীর উন্নয়ন চাইলে ধানের শীষে ভোট দিন। আমি আপনাদের উন্নয়ন দেবো।' তিনি আরো বলেন, 'আবেগ নয়, উন্নয়নের কথা চিন্তা করে ধানের শীষে ভোট চাই।' প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চললো এলাকায় এম.এ মান্নানের নির্বাচনী প্রচার। নির্বাচিত হলে কি করবেন? এ প্রশ্নের জবাবে এম.এ মান্নান ২০০০কে বলেন, 'এলাকার উন্নয়ন হবে আমার কাজ। রাস্তাঘাট ঠিক হবে। মসজিদ-মন্দিরের উন্নয়ন হবে। 'আপনার বিরুদ্ধে তো নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি কোনো নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করিনি। নির্বাচনের সকল আচরণ বিধি মেনে চলছি।' নির্বাচনের প্রচারে প্রতিপক্ষকে বাধা দেয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নির্বাচনে প্রতিপক্ষকে বাধা দেয়ার কোনো অভিযোগ আমার জানা নেই। তারা তাদের মতো করেই নির্বাচনী প্রচার করছে।'

বেলা ১টায় আমরা মোবাইলে যোগাযোগ করি আওয়ামী লীগ প্রার্থী জাহিদ আহসান রাসেলের সঙ্গে। তিনি জানালেন, এখন কাশেমপুর আছেন। কাশেমপুর মসজিদে জুমার নামাজ পড়বেন। এরপর ধনঞ্জয়পুর যাবেন নির্বাচনী প্রচারে। তাকে পেতে হলে দ্রুত আসতে হবে। টঙ্গী থেকে আমরা সিএনজি নিয়ে দ্রুত বোর্ডবাজার পৌঁছাই। বোর্ডবাজার থেকে বাসে কোনাবাড়ী। কোনাবাড়ী থেকে একটি রাস্তা চলে গেছে কাশেমপুর। প্রায় দুই মাইল পথ ভ্যানে করে কাশেমপুর পৌঁছাই। নামাজ শেষ করে কাশেমপুর স্কুলে নির্বাচনী সভা করছেন জাহিদ আহসান রাসেল। তার সঙ্গে ছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সাবেক সাংসদ মোস্তফা রশিদী সুজা, ঝিনাইদহ-১ আসনের সাংসদ মোঃ আব্দুল হাই।

বেলা আড়াইটায় জাহিদ আহসান রাসেল ট্রলারে চড়ে ধনঞ্জয়পুর গ্রামের দিকে রওনা হন। এ সময় তিনি ট্রলারের সামনে বসেই বন্যার ভেতরে কোনো রকম জেগে থাকা বাড়ির লোকদের হাত তুলে শুভেচ্ছা জানান। গ্রামের লোকেরা রাসেলকে একপলক দেখতে বাড়ির কিনারে ভিড় জমায়। বিকেল ৪টায় ধনঞ্জয়পুর স্কুলে নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী সভায় আবু সাইয়িদ বলেন, আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিপন্ন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে নির্বাচনী এ যুদ্ধে জিততে হবে'। এখান থেকে ফিরে নেতৃবৃন্দ কোনাবাড়ী জনসভায় আসেন। জনসভায় আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুস সামাদ বক্তব্য রাখেন।

বিকেলে টঙ্গীতে চারদলীয় জোট প্রার্থীর সমর্থনে এক নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ জনসভায় বক্তব্য রাখেন জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাইদী। তিনি বলেন, আজ ইসলাম ও জাতীয়তাবিরোধী শক্তিকে প্রতিরোধ করতে হবে। এ স্বার্থে সবাইকে ধানের শীর্ষে ভোট দিতে হবে। জোট প্রার্থীর সমর্থনে গাজীপুর শিমুলতলায় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশারফ হোসেন শাহজাহান বক্তব্য রাখেন।

কার্যত পুরো দিনটি দুই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যাপক এম এ মান্নান ও জাহিদ আহসান রাসেল ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন। চেয়েছেন ভোট ও দোয়া। সারা দিন প্রধান দুই প্রার্থী বাদে অন্য কারো প্রচার চোখে পড়েনি। তবে জাতীয় পার্টি (এরশাদ) প্রার্থী ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) কাজী মাহমুদ হাসানের কিছু পোস্টার দেয়ালে টাঙানো রয়েছে।

গাজীপুর নির্বাচন : অর্থ বনাম আবেগ

গাজীপুরবাসীর কাছে নিহত আহসানউল্লাহ মাস্টার ছিলেন সৎ, ত্যাগী, সংগ্রামী নেতার

পথিকৃত। তার মৃত্যুতে গাজীপুরে এখন শোকাবহ পরিবেশ। কার্যত মানুষের এ আবেগকেই কাজে লাগাতে চায় আওয়ামী লীগ। এ কারণে নির্বাচনী প্রচারণায় আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা ও তার বিচারের দাবি হয়ে উঠেছে বক্তব্যের উপজীব্য। এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জাহিদ আহসান রাসেল ২০০০কে বলেন, এ সময়ে নির্বাচন করবো এমন কোনো পরিকল্পনা আমার ছিল না। আব্বুর অকালমৃত্যুর কারণে আমাকে নির্বাচনে আসতে হয়েছে। এ অঞ্চলের সব উন্নয়নে আমার আব্বুর ছোঁয়া আছে। তিনি এ এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছেন, রাস্তাঘাট করেছেন। তিনি বলেন, আমার আব্বুকে মানুষ এতো ভালোবাসে নির্বাচনে না দাঁড়ালে বুঝতে পারতাম না। তারা আব্বু হত্যার বিচার চায়।

অপরদিকে জোট প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারের মূল বক্তব্য এলাকার উন্নয়ন। অর্থ ঢেলে, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি নির্বাচনে জিততে চান।

গাজীপুরের এ আসনটি প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। '৯১ সালে আওয়ামী লীগ প্রার্থী এম এ মোকাম্মেলকে হারিয়ে অধ্যাপক এম এ মান্নান জয়ী হন। '৯৬ সালে এ আসনটি জিতে নেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী আহসানউল্লাহ মাস্টার। এ সময়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন অধ্যাপক এম এ মান্নান। এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন হাসান উদ্দীন সরকার। নির্বাচনে আহসানউল্লাহ মাস্টার '৯৪ হাজার ৭৩২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হাসান উদ্দীন সরকার জোটের প্রার্থী হন। নমিনেশন না পেয়ে এম এ মান্নান স্বতন্ত্র নির্বাচন করেন। এ নির্বাচনে আহসানউল্লাহ মাস্টার ১ লাখ ৫৯ হাজার ভোট পান। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ৮৪ হাজার ভোট পেয়ে অধ্যাপক এম এ মান্নান নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হন। হাসান সরকার পান ৭৯ হাজার ভোট। দীর্ঘদিন ধরে এম এ মান্নানের বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে। এ কারণে তার সমর্থকরা তার জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। বিএনপি এ আসনটি পুনরুদ্ধার করতে চায়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হাসান উদ্দীন সরকারের সমর্থক জোটের নেতা-কর্মীরা এ নির্বাচনে এম এ মান্নানের সমর্থনে নামেনি। কেন্দ্রীয়ভাবেও তিনি খুব সহযোগিতা পাচ্ছেন না বলেই জানা গেছে। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। জীবিত থাকা অবস্থায় গাজীপুরের স্থানীয় রাজনীতিতে আহসান উল্লাহ মাস্টারের সঙ্গে আওয়ামী লীগের একটি গ্রুপের দ্বন্দ্ব ছিল। তবে নির্বাচনে এ গ্রুপের সব নেতাই প্রকাশ্যে মাঠে নেমেছেন। আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ধারণা, আহসানউল্লাহ মাস্টারের জনপ্রিয়তা তার ছেলে জাহিদ আহসান রাসেলের বিজয় ছিনিয়ে আনবে। শুধু প্রয়োজন সুষ্ঠু নির্বাচন।

একনজরে গাজীপুর-২ আসন

প্রার্থী ৮ জন : জাহিদ আহসান রাসেল (আওয়ামী লীগ), অধ্যাপক এম এ মান্নান (চারদলীয় ঐক্যজোট), ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) কাজী মাহমুদ হাসান (জাপা এরশাদ), কৃষিবিদ জিয়াউদ্দিন আহমেদ (জেপি), কৃষক মোঃ সাদেক, শফিউল আলম (লেবার পার্টি), সাহাবুদ্দিন আহমেদ (মুসলিম লীগ) ও স্বতন্ত্র প্রার্থী বশির উদ্দিন বশির।
ভোটার সংখ্যা : ৫ লাখ ৪৬ হাজার ৫৫
নারী : ২ লাখ ৪৩ হাজার ২৮৩ জন
পুরুষ ; ৩ লাখ ২ হাজার ৮৪২ জন
ভোটকেন্দ্র : ১৯৫টি
ঝুঁকিপূর্ণ : ১৭৫টি
বেশি ঝুঁকিপূর্ণ : ৯৬টি
এলাকা : কাশেমপুর, কোনাবাড়ী, বাসন, কাউলিতিয়া, মির্জাপুর, গাছা, পূবাইল, বাইরা, জয়দেবপুর পৌরসভা, টঙ্গী পৌরসভা, গাজীপুর সদর ও টঙ্গী থানা নিয়ে এ আসন।
ভোটার সদর থানা : ৩ লাখ ৭২ হাজার ৬৪৬ জন।
টঙ্গী থানা : ১ লাখ ৭৩ হাজার ৪০৯ জন।

নিবিড় পর্যবেক্ষণ

জানিপপ গাজীপুর-২ আসনে নিবিড় নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ করছে। নমিনেশন জমা দেয়ার দিন থেকেই এই পর্যবেক্ষণ শুরু হয়েছে। নির্বাচনে প্রধান দুই প্রার্থীর সঙ্গে জানিপপের পর্যবেক্ষকরা সার্বক্ষণিক গাড়ি নিয়ে থাকছেন। প্রতি মুহূর্তে প্রার্থীর আচরণ লক্ষ্য রাখছেন। জানিপপের চেয়ারম্যান ড. নাজমুল আহসান কলিম উল্লাহ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গে ২০০০কে বলেন, ঢাকা-১০ আসনের পর গাজীপুর-২ আসনেও দীর্ঘমেয়াদি নিবিড় পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। এর সুফলও আমরা পাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন প্রার্থী কিভাবে নির্বাচনী আচরণ ভঙ্গ করছে। নির্বাচনে এখন ডামি প্রার্থী দেয়া হচ্ছে। এ বিষয়টিও নিবিড় নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বের হয়ে আসছে। গাজীপুর নির্বাচনে অন্তত ৪ জন ডামি প্রার্থী রয়েছে। তিনি বলেন, গাজীপুরের নির্বাচনে দুই প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। জোট প্রার্থীর সমর্থনে সরকারি কর্মকর্তারাও প্রচারে নেমেছেন। এটা খুবই দুঃখজনক। তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। তিনি টাকাও উড়াচ্ছেন প্রচুর। ভূরি ভূরি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। অপরদিকে আওয়ামী লীগ প্রার্থীও বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনী ক্যাম্প করেছেন।

গাজীপুরের মানুষ সুষ্ঠু পরিবেশে ভোট দিতে চায়। চায় প্রার্থীদের কাছ থেকে গণতান্ত্রিক আচরণ। তাদের বিশ্বাস, দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের স্বার্থে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখবে। তারা নির্বিঘ্নে ভোট দিয়ে আসবে।

ছবি : **খালেদ সরকার**